□□□□□□□□□□-১
২৩.৯.২১

□□□□□□---> আমদানকিারক নজি/ সএিনফে এর মাধ্যমে শুরুতেই ব্যাঙ্কে একটি এলসি ওপনে করতে হবে।আগে আমদানকিারক নজি/ সএিনফে হতে ম্যানফিস্টে ঘোষণা দওেয়া হয়।ঘোষণাটা দওেয়া হয় customs.gov.bd এর ওয়বে সাইটে online service এ upload e manifest থকেে ঘোষণা দওেয়া হয়।কত টাকা ট্যাক্স হলো আগে ব্যাঙ্কে গয়িে শোধ করতে হবে। তারপর সব ডকুমন্টেস হাতে পয়েে মাল খালাস করতে হবে।

ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (IRC)

ইমপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেতে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরন করতে হয়-

১) আমদানি ও রপ্তানির চীফ কন্ট্রোলারের অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করুন।
২) বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংকের শাখায় সিডিউল ফি জমা দিন।
৩) প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ আবেদন জমা দিন।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

এল সি করতে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লাগবে-

১) ট্রেড লাইসেন্স।
২) পাসপোর্ট সাইজের ছবি (৩ কপি)।
৩) টিন নম্বর।
৪) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ বা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন হতে মেম্বারশীপ সার্টিফিকেট।
৫) ট্রেজারী চালানের মূল কপি।
৬) পার্টনারশীপ বিজনেস হলে পার্টনারশীপ ডিড এর কপি।
৭) লিমিটেড কোম্পনির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিক্যাল অব এসোসিয়েশন, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন।

□□ **এন এফ**□□□□□□□ □□ □□□ □□□□---> সরকার এবং আমদানী/রপ্তানকিারকরে মধ্যস্থতা।

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□--->ক্লয়িারং এর মানে হলো আমদানকিারকরে সব মাল আনা থকেে খালাস করে দয়ো পর্যন্ত।

ফরওয়ার্ডং এর মানে হলো পণ্য শপিমন্টে করে দয়োর সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দয়ো।

c&f agent

- □□□□□□□ এইচ এস □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□ □□ আই
- □□□□□□□ □□□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□
- □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

- □□□□□□ □□-□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ সকল□□□
- □□□□ □□□□□□□□ সব □□□
- □□□□□□□□

□□□□□□□□

- এইচ এস □□□ □□□ □□□ □□□□
- □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□
- □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□
- □□□□ কম□□□ □□□□□ □□□

খরচ

□□□□□□□□□□ ও □□□□ □□□□□□ □□□□

- □□□□□□□□□□ ২০ □□□----৩০০০০/-
- □□□□□□□□□□ ৪০ □□□----৫০০০০/-

□□□□ □□□□□□

- □□□□□□□□□□ ২০ □□□----৫০০০০/-
- □□□□□□□□□□ ৪০ □□□----৭০০০০/-

□□□□□□□□---> □□□ অফ□□□□□□□□□□--□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

আগে কোন ট্যাক্স দিতে হবেনো। বলি অফ এক্সপোর্ট আগে হয় ,তারপরে ম্যানিফেস্ট ঘোষণা দেওয়া হয়

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□ **সময়**--> □□□□□□□□□□ □□□□ হয় □□□□□ ১ □□□□□ □□□□

□□□ □□□□□□□□ নাম্বার দেয়া হয় ১,২,৩ (চলতি থাকবে)মাসের শেষ পর্যন্ত।এই কাজ প্রতি অর্থবছর অনুযায়ী হয়ে থাকে।এই সিরিয়াল নম্বর দেয়া প্রতি কাস্টমস হাউস /পোর্ট অনুযায়ী আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□---->অনেক সময় আমদানি/রপ্তানি করতে গিয়ে সব প্রক্রিয়া শেষে টাকা ব্যাঙ্ক এ যাওয়ার পর একটি কিন্তু আমি মেসেজে আমদানিকারক ডকুমেন্টসের মেসেজে পাচ্ছনো তখন আমাদের কে কল করতে পারে।ফোনের মেসেজে মেমেরি চেক করতে হবে।

শপিং এজেন্ট/যেকোন এজেন্ট,ব্যাঙ্ক, আমদানিকারক বিভিন্ন সমস্যায় পড়লে আমাদেরকে কল করতে পারে।
OTP না পাওয়ার প্রব্লেমে হতে পারে/সফটওয়্যার ইস্যু হতে পারে অই ক্ষেত্রে জাভা কেশ ক্লিয়ার করতে হবে।

আমরা যা সলুশন করতে না পারি তা আমরা এনবিআর এ পাঠাবো।

কাস্টমসের বিভিন্ন অফিস, এসাইকুডার ইতিহাস এবং বর্তমান,কোন কোন অফিস আছে এবং নতুন হবে এবং তার থেকে কি ধরনের সাহায্য চাইতে পারে ইত্যাদি।

□□□□□□□□□□ ২
২৬.৯.২১

□□□□□□□□□□ □□□□□□/EGM(export manifest procedure/export general manifest)

এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে প্রথমে বিল অফ এক্সপোর্ট করে নিতেহবে সি এন এফ এজেন্ট এর মাধ্যমে।সেখানে তারা আমার সব ডকুমেন্টস তৈরী করে দেয়ার পর আমার কিছু বিলস হবে সেই বিল্টা আমার শোধ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে রপ্তানী কারকের একটা প্রি-পেইড একাউন্ট থাকলে ভালো হয়,অটো টাকা টা কেটে নেয়া হয়।এবং আমি পণ্য পাঠানোর একটি একটি নম্বর পাবো। যা আমাকে অই প্রোডাক্ট টী রপ্তানী করার বইধতা দিবে।তারপর একজন শপিং এজেন্ট দ্বারা আমার কন্টেইনার এর এক্টী এনমিশেন হবে।প্রোডাক্ট কম বেশি হলে এজেন্ট এটা সংশোধনী করে দিবে।সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমার পণ্যটি জাহাজে উঠিয়ে দিবো।তারপর মানিফেস্ট ডেলিয়ের দিতে হবে।Bill of export এ পণ্য সংশোধনী কাজ করে

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ তারা মূলত পণ্য পরিবহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করে থাকে। ফ্রেইট ফরোয়ার্ড এর মাধ্যমে খুব সহজেই সারাবিশ্বে পণ্য পাঠাতে বা পণ্য আনতে পারেন।ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্স বাংলাদেশে কাস্টমস থেকে ইস্যু করা হয়। ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং লাইসেন্সের জন্য ট্রেড লাইসেন্স ,ব্যাংক একাউন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারশিপ এবং কাস্টমসে আবেদন পরীক্ষা শেষে একটি ব্যাংকের গ্রান্টি দিতে হয়।যা ৩ লক্ষ টাকার সমমূল্য হয়ে থাকে।

আমদানি রপ্তানি ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহন ফ্রেইট ফরোয়ার্ড এর মাধ্যমে করাটা সময় সাপেক্ষ এবং কম ঝামেলা পোহাতে হয়।

ফ্রেইট ফরোয়ার্ড এর মাধ্যমে কোন পণ্য আমদানি/রপ্তানি করতে হলে অবশ্যই আমদানি/রপ্তানীকারকের যাবতীয় সব কাগজপত্র থাকতে হবে।

□□□ **অফ**□□□□□□□**--->**□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ **হয়** □□□ □□□ □□□ **অফ**□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□**(PI)--->**এটি আমদানি এবং রপ্তানিকারকের মধ্যের একটি ডকুমেন্ট যা তে আমদানি বা রপ্তানি করার প্রোডাক্ট এর ডিটেলস এবং টাকার পরিমাণ উল্ল্যেখ থাকে।

□□□□**----->** এলসি একটি লেটার অফ ক্রেডিট । আমদানি কারক রপ্তানি কারক কে দিবে। PI নিয়ে গেলেই ব্যাঙ্কার একটা এলসি খুলে দিবে।রপ্তানিকারকের এলসি হবে কয়েক প্রকার।

বর্তমানে নিম্নলিখিত ১২ প্রকার এলসির প্রচলন আছে-

১) Revocable LC
২) Irrevocable LC
৩) Confirmed LC
৪) Transferable LC
৫) Divisible LC
৬) Revolving LC
৭) Restricted LC
৮) Red-clause LC
৯) Green clause LC
১০) Back to back LC
১১) With Recourse LC
১২) Without Recourse LC

□□□ **অফ**□□□□□□□□□**--->** এক্সপোর্টার রা যখন কমার্শিয়াল ইনভয়েসে(PI) যতটুক প্রোডাক্ট থাকে এলসি অনুযায়ী তার প্রাপ্য টাকা ব্যাঙ্ক এর কাছে দাবি করে সেটাই হচ্ছে বিল অফ এক্সচেঞ্জ।এর পূর্ব শর্ত হলো এক্সপোর্টারের কাছে অবশ্যই এলসি থাকতে হবে,এক্টি ডেইট থাকতে হবে।দেখতে অনেকটা ব্যাঙ্ক চেক এর ড্রাফট এর মত। এলসি এমাউন্ট এর ১০% কম বেশি হতে পারে বিল অফ এক্সচেঞ্জ।এর কম বেশি হলে বিল অফ এক্সচেঞ্জ করা সম্ভব না।

□□□□□ □□□□□□□□**??**

□□□ অফ□□□□□□□□ □□ ৫৬ □□ □□□□ □□□

Hs code---harmonized commodity coding system/harmonized system

এটি ৮ সংখ্যার হয়ে থাকে।এর প্রথম ৪ সংখ্যাকে মাদার/হেড কোড বলা হয়ে থাকে।

এইচ এস □□□ **এর** □□□**--->**□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Value

CPC-->customs procedure codes(শুল্ক পদ্ধতি কোড (সিপিসি) শুল্ক এবং/অথবা আবগারি ব্যবস্থাগুলি চিহ্নিত করে যা কোন পণ্যগুলি প্রবেশ করে এবং সরানো হয় (যখোনে এটি প্রযোজ্য)। রপ্তানির পাশাপাশি আমদানিতেও সিপিসি সম্পন্ন হয়)

Adjustment coefficient
Agreement
country origin -->(অ-অগ্রাধিকারমূলক উ□পত্তি, অগ্রাধিকার মূল, শুল্ক ইউনিয়ন। ... পণ্যের উ□পত্তির দেশ নির্ধারণের জন্য উ□পত্তির অ-পছন্দসই নিয়ম ব্যবহার করা হয়)